রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৯, ২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৬ বৈশাখ, ১৪৩১ মোতাবেক ০৯ মে, ২০২৪

নিম্নলিখিত বিলটি ২৬ বৈশাখ, ১৪৩১ মোতাবেক ০৯ মে, ২০২৪ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ০৭/২০২৪

Foreign Voluntary Organisations (Acquisition of Immovable Property) Regulation Ordinance, 1983 রহিতক্রমে যুগোপযোগী করিয়া নূতন আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিল

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক আদেশ দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের, অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল ফর লিভ টু আপিল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সালের ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

মূল্য : টাকা ৮·০০

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল অংশীজন এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Foreign Voluntary Organisations (Acquisition of Immovable Property) Regulation Ordinance, 1983 (Ordinance No. LXXIII of 1983), রহিতক্রমে যুগোপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (স্থাবর সম্পত্তি অর্জন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে, "বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা" অর্থ এইরূপ কোনো সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ যাহা বাংলাদেশের বাহিরে অন্য কোনো দেশে গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত (নিগমিত হউক বা না হউক) এবং যাহার উদ্দেশ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো ব্যক্তি, সংগঠন বা কর্তৃপক্ষকে সেবা প্রদান করা অথবা স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৩। **বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তি অর্জন**।—(১) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ক্রয়, দান, বিনিময় বা অন্য কোনোভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিলে তাহা সরকার বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি দায়মুক্তভাবে সরকারের অনুকূলে সমর্পিত হইবে।

৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার, সঙ্গে সঙ্গে, Foreign Voluntary Organisations (Acquisition of Immovable Property) Regulation Ordinance, 1983 (Ordinance No. LXXIII of 1983), অতঃপর রহিত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কার্যক্রম বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত এবং ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত অধ্যাদেশ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩-এর তফসিলভুক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে The Foreign Voluntary Organisations (Acquisition of Immovable Property) Regulation Ordinance, 1983 (Ordinance No. LXXIII of 1983), কে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত Ordinance টি সংশোধন এবং পরিমার্জনক্রমে একটি নতুন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে "বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (স্থাবর সম্পত্তি অর্জন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২৪" প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মূলত প্রস্তাবিত এ আইনে বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো স্থাবর সম্পত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের পূর্বানুমোদন বিষয়টি প্রধান্য পেয়েছে। এ আইনে বাংলাদেশ সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ক্রয়, দান, বিনিময় বা অন্য কোনোভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে না মর্মে বিধান রাখা হয়েছে। এছাড় সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করলে তা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হবে এবং সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত অর্জিত স্থাবর সম্পত্তি দায়মুক্তভাবে সরকারের অনুকূলে সমর্পিত হবে মর্মে বিধান রাখা হয়েছে।

২। প্রস্তাবিত বিলটি আইনে পরিণত হলে বিদেশি সেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো স্থাবর সম্পত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য সহায়ক হবে।

নারায়ন চন্দ্র চন্দ
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd